ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৮৬৪
আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টেঅ্যাডভান্স ল্যাপরোস্কপি সার্জারিতে সাফল্য

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টে জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একটি জটিল রোগের সফল অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচালেন। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই এলাকার ৩৭ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলা গত দুই বছর যাবৎ নানা জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি যখন কোনও খাবার খেতেন তখন এর পরপরই উনার বুকে ব্যথা হতো , তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বমি হয়ে যেত এবং নাক-মুখ দিয়ে খাবার বেরিয়ে আসত। এই সমস্যার জন্য তিনি জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। তখন মহিলাকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ৩০ আগস্ট ২০২৫ ভর্তি করানো হয়। এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসকগণ মহিলার পাকস্থলীতে একটি বড় হাইটাল হার্নিয়া থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উক্ত হার্নিয়া সম্পর্কে জানান যে,এক্ষেত্রে পাকস্থলীর একটি অংশ বুকে উঠে আসে, যা বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করে। এর একমাত্র অস্ত্রোপচারই হল এর চিকিৎসা। তখন ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সার্জন ডাঃ দীপঙ্কর শঙ্কর মিত্রের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। এই টিমে ডাঃ মিত্রের সাথে ছিলেন ডাঃ এ. ভেঙ্কটেশ্বরলু, ডাঃ সৌমেন সূত্রধর, ডাঃ দেবেশ। অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম চক্রবর্তী, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য, ডাঃ স্বপন দেববর্মা, ডাঃ শুভঙ্কর চৌবে এবং ডাঃ জাগৃতি। এছাড়াও উক্ত অস্ত্রোপচারে ওটি নার্স ও ওটি টেকনিশিয়ানরা ছিলেন। এই অস্ত্রোপচারের পর প্রায় ছয় ঘণ্টার মধ্যেই রোগীকে তরল খাবার দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে তিনি সব ধরনের খাবার শুরু করেন। উল্লেখ্য, এই ধরনের ল্যাপারোস্কোপিক হাইটাল হার্নিয়া অস্ত্রোপচার এর আগে রাজ্যে হত না। বেসরকারি কোন হাসপাতালে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে গেলে প্রায় আড়াই লাখ থেকে চার লাখ টাকার মতো খরচ হবে। আর এখানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার এই অস্ত্রোপচার করা হয়। রোগী সুস্থ ও স্থিতিশীল হওয়ার পর দুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং এরপর গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******